৮০

তারিখ 03 AUG 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

আজকের কাগজ

136

শিক্ষাঙ্গনে ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস

কিছুদিন একটু দমে থাকার পর দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোয় সন্ত্রাস আবার বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। গত কয়েকদিনের ব্যবধানে দেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কয়েকটি কলেজে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে গেছে।

এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় যে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে তা রাজনীতি ও রাজনীতিক অবস্থান নিয়ে বিরোধের কারণেই ঘটেছে। ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ছাত্র রাজনীতি শিক্ষা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ না থাকার কারণে এবং ছাত্র রাজনীতির নেতৃত্ব, ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক লাভা-লাভের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে পড়ায় ছাত্রদের মধ্যেই অসহিষ্ণুতা ও বিরোধ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

স্বৈরাচারী শাসনামল থেকেই ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে ক্ষমতা, অর্থ এবং অস্ত্রের সমন্বয় ঘটে। তখন থেকেই নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের নামে 'চর' দখলের প্রবণতা ছাত্র রাজনীতিকে সংক্রমিত করতে থাকে। পরবর্তিতে গণতন্ত্র আসলেও এবং সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেও রাজনীতি বিশেষতঃ ছাত্র রাজনীতি সেই স্বৈরাচারী রাহুমুক্ত হতে পারেনি। গণতন্ত্র আসার সঙ্গে সঙ্গে যে মূল্যবোধের পরিবর্তন হওয়া উচিৎ ছিলো তা হয়নি। ছাত্র রাজনীতিতে যে এখনও শক্তি, অর্থ ও অস্ত্রের জমজমাট কারবার চলছে তা ইদানিং সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনার থেকেই প্রমাণ হয়ে যায়।

কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রের পাশাপাশি এই সন্ত্রাস গণতন্ত্রের জন্যে যে সমূহ বিপদজনক তা যেন আমাদের রাজনীতিকরা এখনও বুঝে উঠতে পারেননি। তাঁরা বুঝতে পারেননি এ কথা বলাটা সঙ্গত নয় এ কারণে যে, তারা দায়িত্বশীলতার দাবিদার। কিন্তু তারুণ্য ও ছাত্র রাজনীতিকে ক্ষমতার দাপটের আস্কারা দিয়ে অস্ত্র-অর্থ যুগিয়ে তাঁরা সামষ্টিকভাবেই দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিচ্ছেন। তাদের বর্তমান এই দায়িত্বহীনতা শুধু শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষার পরিবেশকেই বিনষ্ট করছে না একই সঙ্গে জাতীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক ভবিষ্যৎকেও চরম পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কাজেই শিক্ষাঙ্গনের এই সন্ত্রাসকে দমন করতে হলে শুধু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কার্যক্রমই যথেষ্ট নয় সেই সঙ্গে রাজনৈতিক দায়িত্বশীলদেরও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সে দায়িত্ব তাঁরা পালন করবেন বলে আশা করি।